বড় দিনের উপহার

(যীশু খ্রিস্টের অজানা জীবন)

এম. যুবায়ের আহমদ
০১৭৭২ ৩৬৮ ১৩৯
E-mail: ahmadjubaer@Yahoo.com

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১, ০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com
শুভেচ্ছা মুল্য: ১০ টাকা

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার, যিনি সমগ্র পৃথিবীর স্রষ্টা। যিনি দয়াবান, করুণাময়, সঠিক পথের পথপ্রদর্শক, যিনি বিচার দিবসের মালিক। যিনি আমাদেরকে সর্বদা দেখেন, এখনও দেখছেন। যিনি আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দান করেন। শান্তি বর্ষিত হোক আলণ্ঢাহর প্রিয় বান্দা ও প্রেরিত যীশু ও হযরত মুহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢামের ওপর; তার সঙ্গী-সাথী ও উম্মতের ওপর এবং সকল মানুষের ওপর।

প্রিয় পাঠক! আমি যীশু খ্রিস্টকে ভালোবাসি। আমি তাঁর প্রকৃত ভক্ত। আমি তার প্রকৃত বাণীর প্রচারক। আমি চাই তাঁর নিয়ে আসা বার্তা-সুখবর সারা বিশ্বের প্রতিটি ঘরে-ঘরে, অলিতে-গলিতে, আনাচে-কানাচে এবং প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে। অনেকে-ই তাঁকে চিনে না, জানে না, জানার চেষ্টাও করে না। আমি কুরআন পড়েছি, বাইবেল পড়েছি। আমরা অনেকে যীশু খ্রিস্টের বাইবেলে বর্ণিত জীবনীই জানি। অথচ বাকি আছে আরও অনেক কিছু অজানা। তাই আমি আজ এই বড়দিনে উপহার হিসেবে, জানাতে চাই যীশু খ্রিস্টের অজানা জীবন। যা পেয়েছি পবিত্র কুরআনে।

এই পুস্তিকাটিতে দেয়া আছে যীশুর জন্ম, যীশুর মাতা মেরীর সম্পর্কে কুরআন কী বলেছে এবং তাঁর জীবন বৃত্তান্ড়। আরও আছে বড়দিনের রহস্য ও তার প্রকৃত ইতিহাস। পুস্তিকাটি লিখতে গিয়ে সহযোগিতা নিয়েছি, পবিত্র কুরআন ও বাইবেলের এবং 'যীশু খ্রিস্টের অজানা জীবন' নামক বইয়ের। বইটি প্রকাশ করতে অনেকে-ই সহযোগিতা করেছেন, তাদের কয়েক জনের নাম না নিয়েই পারছি না। তারা হলেন এম. তালাত, এম.নাসির ও এম.ফজলু সাহেব, এ ছাড়াও মুরশেদ, আনওয়ার, ইসমাঈল, আলী হাসান ও হাসান। সকলকে তাঁর বার্তা ও সুখবরসমূহ পুরো বিশ্বে প্রচার করার সুযোগ দিন, বিশেষ করে আমার বন্ধুবর এম.মিজান সাহেবকে যিনি প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন। আমিন।

প্রিয় পাঠক! মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটি। মানুষের ভুল ভাঙ্গাতে তো আলণ্ঢাহ যীশুকেও পাঠিয়ে ছিলেন। একমাত্র নবী-রসুল ছাড়া কেউ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। এই পুস্তিকাটিতে যদি কোনো ভুল দৃষ্টিপাত হয়, আমাদের জানালে খুশি হব। মহান মালিকের কাছে এই দুআ ও মুনাজাত করি, তিনি যেন আমাদের পাঠক-পাঠিকাসহ, সকল মানুষকে সঠিক পথ দেখান এবং কোটি মানুষের সঠিক পথ- প্রাপ্তির মাধ্যম বানান। আমিন।

মেরীর পরিচয়

ইমরানের মর্যাদা:
মেরীর পিতার নাম ছিল ইমরান। আল্লাহ তাআলা ইমরানের বংশকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,
"নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম আ. নুহ্ আ. ও ইবরাহীম আ. এর বংশধর এবং ইমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করে সমগ্র জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এরা এমন বংশধর, যার সদস্যগণ (সৎকর্ম ও ইখলাসে) একে অন্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।"

- সুরা আল-ইমরান: ৩৩-৩৪

মেরীর জন্ম
আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:
"ইমরানের স্ত্রী যখন বললো- হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো তখন আক্ষেপ করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। বস্তুত কী সে প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা ভালই জানেন। সেই কন্যার মতো কোনো পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম 'মারইয়াম'। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি- অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে।"

-সুরা আলে ইমরান:৩৫-৩৬

মেরীর লালন পালন:
মেরী (আ.)এর দেখা-শোনার দায়িত্ব দেয়া হল হযরত জাকারিয়া (আ.)কে। আল্লাহ তাআলা বলেন-
"অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন- অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন- মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো ? তিনি (মারইয়াম) বলতেন, এসব আল্লার নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।"

-সুরা আল ইমরান:৩৭

মেরীর পবিত্রতা বর্ণনা:
আল্লাহ তাআলা মেরীর পবিত্রতা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এর পরও ইহুদি ভাইয়েরা তাঁর উপর অপবাদ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:
"আর যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের ঊর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকুকারীদের সাথে সেজদা ও রুকু কর। এ হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনার নিকট পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিল।" কওে

- সুরা আল ইমরান:৪২-৪৪

যীশুর পরিচয়

যীশু এর জন্ম
যীশু আল্লাহ তাআলাহর প্রেরিত রসুল ও তাঁর বান্দা। আল্লাহ তাআলা স্বীয় শক্তিতে পিতা ছাড়া তাঁকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আমরা অনেকেই তাঁকে আল্লাহর সন্তান মনে করে থাকি। এমন মনে করাটা চরম ভুল। এমন ধারণা ও বিশ্বাস থাকলে আল্লাহ তাআলা চিরকালের জন্য নরকে দিবেন। আল্লাহ তাআলা যীশুর জন্ম সম্পর্কে এরশাদ করেন,
"যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে তার এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ-ঈসা ইবনে মারইয়াম; দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তিনি বললেন, 'পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি।' বললেন, এভাবেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়।"

- সুরা আল ইমরান: ৪৫-৪৭

মেরী ও যীশুর আবির্ভাবের বৃত্তান্ত
আল্লাহ তাআলা তাদের বৃত্তান্ত সম্পর্কে সুরা মারইয়ামের ১৬ থেকে ৪০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন-
১৬। এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল।
১৭। অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ ফেরেশতা প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।
১৮। মারইয়াম বলল: আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থণা করি যদি তুমি আল্লাহ্ভীরু হও।
১৯। সে বলল: আমি তো শুধু তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা, আর আমি এসেছি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।
২০। মারইয়াম বলল: কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোনো মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখন ছিলাম না?
২১। সে বলল, এমনিতেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরকৃত ব্যাপার।
২২। অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন।
২৩। প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষ মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন, হায়! আমি যদি কোনোরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম।
২৪। অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিচদিক থেকে আওয়াজ দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার প্রতিপালক তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি

করেছেন।
২৫। আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার ওপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে।
২৬। সুতরাং আহার কর, পান কর এবং চোখ শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও, আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোযা মান্নত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে কথা বলব না।
২৭। অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল, হে মারইয়াম! তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ।
২৮। হে হারূনের বোন, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।
২৯। অতঃপর তিনি শিশুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল যে, কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন কওেকথা বলব?
৩০। অমনি শিশুটি বলে উঠল, আমি তো আল্লাহ্‌ও দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।
৩১। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।
৩২। এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি।
৩৩। আমার প্রতি শান্তি (সালাম) যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।
৩৪। এ-ই মারইয়ামের পুত্র ঈসা! এঁাই সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে।
৩৫। **আল্লাহ্‌ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা**, তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন কেবল বলেন, হয়ে যাও; এমনি তা হয়ে যায়।
৩৬। তিনি আরও বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আমার প্রতিপালক ও তোমাদেও প্রতিপালক। অতএব, তোমরা তার ইবাদত কর। এঁা সরল পথ।
৩৭। অুঃপর তাদেও মধ্যে দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফেরদেও জন্যে ধ্বংস।
৩৮। সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে,
যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ জালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে।
৩৯। আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার কওে দিন যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অসাবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না।
৪০। আমি চূড়ান্ত মালিকের অধিকারী হব পৃথিবীর এবং এর উপর যারা আছে তাদেও এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।

-সুরা মারইয়াম: ১৬-৪০

যীশুর দৃষ্টান্ত

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন- হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন।"

-সুরা আল ইমরান:৫৯

"হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্‌র শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মারইয়াম পুত্র মসীহ-ঈসা আল্লাহ্‌র রসুল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মারইয়ামের নিকট এবং রূহ-তারই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে এবং তার রসুলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ্‌ তিনের এক, এ কথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তার যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।"

-সুরা নিসা:১৭১

যীশু ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত রসুল

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"মারইয়াম-তনয় মসীহ্‌ রসুল ছাড়া আর কিছু নন। তার পূর্বে অনেক রসুল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তার জননী একজন ওলী। তারা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।"

-সুরা মায়েদা:৭৫

যীশু আল্লাহর বান্দা ছিলেন

আল্লাহ তাআলা বলেন-

১৭২। "মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে কখনও লজ্জার বিষয় মনে করে এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুত যারা আল্লাহ্‌র দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন।"

১৭৩। "অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশি দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক শাস্তি। আল্লাহকে ছাড়া তারা কোনো সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।"

১৭৪। "হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের

নিকট প্রমাণ (সনদ) পৌঁছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।"

১৭৫।"অতএব, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে, তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার মত সরল পথে তুলে দেবেন। "

-সুরা আন নিসা: ১৭২-১৭৫

যীশুর শিক্ষা

আমরা অনেকে যীশুকে 'আল্লাহ' মনে করি এবং তার উপাসনা করি। এমন করা সঠিক নয়, তা আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআনে কারীমে বলেন-

"তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিয়ম-তনয় মসীহ্-ই-আল্লাহ; অথচ মসীহ্ বলেন, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"

-সুরা মায়েদা:৭২

যীশু নিজেকে প্রভু বলেন নি

আমরা অনেকে যীশুকে প্রভু বলে বিশ্বাস করে থাকি, এমন বিশ্বাস করা সঠিক নয়, কারণ যীশু নিজেকে কখনো ঈশ্বর বলে দাবি করেন নি। সুরা মায়েদার ১১৬-১২০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

১১৬। যখন আল্লাহ বললেন: হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র। আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা বলতাম, তবে আপনি অবশ্যই জানতেন; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন কিন্তু আপনার গুপ্ত বিষয় আমি জানি না। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।

১১৭। আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর- যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।

১১৮। যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।

১১৯। আল্লাহ বললেন: আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা।

১২০। নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল এবং এতদূভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

-সুরা মায়েদা:১১৬-১২০

যীশুর ভাষায় সঠিক পথ:

আজ আমরা চারদিকে ছুটছি শুধু সঠিক পথ ও শান্তির রাস্তা পাওয়ার আশায়। আমরা যীশুকে মানি এবং তাকে আল্লাহর ছেলে মনে করি। আর ভাবি সঠিক পথ পেয়ে গেছি। আদৌ কি কখনো এ নিয়ে চিন্তা করেছি যে, ঈসা আ. কোন পথকে সরল সঠিক পথ বলেছেন? তিনি যা করেছেন এবং যা করতে বলেছেন তাই সত্য, তাই সঠিক।

সুরা আয যূখরুফ:৫৯-৬৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

৫৯। সে তো এক বান্দাই বটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী-ইসরাঈলের জন্যে আদর্শ।

৬০। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত।

৬১। সুতরাং তা হল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ।

৬২। শয়তান যেন তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৩। ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা ব্যক্ত করার জন্যে এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

৬৪। নিশ্চয় আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, তাঁর এবাদত কর। এটা হল সরল পথ।

৬৫। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং জালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ।

৬৬। তারা কেবল কেয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা খবরও রাখবে না।

৬৭। বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে মুত্তাকীরা নয়।

-সুরা আয যুখরুফ:৫৯-৬৭

যীশুকে আল্লাহর জিজ্ঞাসাবাদঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন- (সুরা মায়েদার ১১০-১১৫ নম্বর আয়াত)

১১০। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে, দোলনায় এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতির মতো প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বলল: এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।

১১১। আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্যশীল।

১১২। যখন হাওয়ারীরা বলল, হে মারইয়াম-তনয় ঈসা, আপনার প্রতিপালক কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন: যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল-াহকে ভয় কর।

১১৩। তারা বলল, আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব।

১১৪। ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন: হে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক!

আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। যা আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা।

১১৫। আল্লাহ বললেন: নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না।

-সুরা আল-মায়েদা:১১০-১১৫

আল্লাহ কি তিনের এক?

আমাদের বড় একটি ব্যাধি হলো, শয়তান আমাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য একটি ভুল বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে স্বার্থক হচ্ছে। সেটা হলো 'আল্লাহ তিনের এক'! আল্লাহ তাআলা কুরআনে হাকিমে এরশাদ করেন-

৭২। তারা কাফের, যারা বলে যে, মারইয়াম-তনয় মসীহ্-ই- আল্লাহ; অথচ মসীহ্ বলেন, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

৭৩। নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে: আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।

৭৪। তারপরও তারা আল্লাহর কাছে তওবা করবে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অথচ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

-সূরা আল-মায়েদা:৭২-৭৪

ঐীশু প্রেরিত ছিলেনঃ

আমরা ঈসা আ.কে মনে করি 'তিনি তিনের এক এবং আল্লাহর ছেলে।' বরং আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তিনি শুধু একজন রসুল ছিলেন।

আলাহ তায়ালা বলেন-

"মারইয়াম-তনয় মসীহ্ রাসুল ছাড়া আর কিছু নন। তার পূর্বে অনেক রাসুল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তার জননী একজন ওলী। তারা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।"

-সুরা মায়েদা:৭৫

হে আহলে-কিতাবগণ। তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মারইয়াম পুত্র মসীহ-ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তারই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ্ তিনের এক, এ কথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তার যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু

আসমানসমূহ ও জমিনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।

-সুরা নিসা:১৭১

যীশু (আ.) কে শূলীতে নয় আকাশে তুলে নেয়া হয়!

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে ঈসা, আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো- কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের ওপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুত তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দিবো।"

-সুরা আল-ইমরান:৫৫

"আর তাদের একথা বলার কারণ যে, আমরা মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রসূল। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধু অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাকে তারা হত্যা করে নি। বরং তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ নিজের কাছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

-সুরা নিসা:১৫৭-১৫৮

মেরীর প্রতি ইহুদিদের অপবাদঃ

ইহুদিরা সর্বদা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে থাকে। তাদের বড় অন্যায় হল তারা বহু নবীদেরকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহ যাকে পবিত্রা (মেরীকে) বলেছেন, তারা তাঁর ওপর অপবাদ দেয়। যা এখন তারা তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন। "আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা-অপবাদ আরোপ করার কারণে।"

-সুরা নিসা-১৫৬

আসুন আমরা এবার ভাবি আমাদের স্রষ্টা কে?

প্রিয় ভাইটি আমার! আসুন আমরা একটু চিন্তা করি আমার স্রষ্টা সম্পর্কে, তিনি কে? এবং নিজের সম্পর্কে ভাবি আমি কথোয় ছিলাম ? কোথায় আছি? কথোয় যেতে হবে? আমাদের সৃষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনিই আহারদাতা তিনিই পালনকর্তা। তিনিই তো মাতৃগর্ভে আমাদের খাবার পৌঁছিয়ে ছিলেন।

তিনিই মায়ের স্তনে দুধ দিয়ে আমার আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখনও আমার আহারের ব্যবস্থা তিনিই করছেন। তিনিই রাজ্জাক। তাঁরই দেওয়া চোক্ষু দিয়ে আমরা দেখি। তারই দেয়া মুখ দিয়ে আমরা কথা বলি। তাঁরই দেয়া পা দিয়ে আমরা চলি। আমরা যা কিছু দেখি আর না দেখি সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি। গর্তের পিপীলিকা, সমুদ্রের মাছ ও বিভিন্ন জীব-জন্তু , পোকা-মাকড়, পশু-পাখি, সব কিছুরই স্রষ্টা যিনি, তিনিই হলেন আল্লাহ।

আল্লাহ একজন :

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

''তিনিই আল্লাহ্ , তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা।"

- আল-হাশর-:২২

আল্লাহ যে 'এক' একথা- বাইবেলও সাক্ষ্য দেয়; দেখুন বাইবেলে :

"আমিই প্রভু, অন্য আর কেউ নেই, আমি ছাড়া আর ঈশ্বর নেই।"

-যিশাইয় ৪৫: ৫

"আমিই ঈশ্বর , আর কেউ ঈশ্বর নয়।"

-যিশাইয় ৪৫: ২২

"ঈশ্বরের সমকক্ষ আর কেউ নেই। "

-যিশাইয় ৪৬: ৯

আল্লাহর পরিচয় :

আল্লাহ তাআলা বলেন

''আল্লাহ্ তিনি যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না?''

-সুরা সাজদাহ্:০৪

তিনিই আল্লাহ এক, তাঁর সাথে কোনো অংশীদার নেই। তিনি হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান সকলের প্রভু এবং সকলকে তারই উপাসনা করতে হবে। তাই তো তিনি সকল মানুষকে (হিন্দু-খ্রিস্টান ও মুসলমান) যে কোন মানুষ সকলকে লক্ষ করে বলেন।

সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ :

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি

তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জান।"

-সুরাা আল বাকারাহ্‌-:২১-২২

আসুন! আমরা এক আল্লাহর উপাসনা করি, তার সাথে কাওকে অংশীদার না বানাই। তার কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন।

আল্লাহর কোনো সন্তান নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

" বলুন, তিনি আল্লাহ্‌, এক, আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতূল্য কেউ নেই।"

-সুরা ইখলাস: ১-৪

আমরা অনেকেই মনে করি, 'যীশু আল্লাহর ছেলে' আমাদের এই ধারণাটি ভুল। যা আমরা উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা জানতে পারলাম।

স্রষ্টার নাম কি?

আমাদের স্রষ্টা ও মালিক যিনি তার নাম হলো আল্লাহ। কারণ আল্লাহ কুরআনে নিজেই বার বার তার নাম আল্লাহ বলেই উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতিক জড়বস্তুর মধ্যেও আল্লাহ তার নাম "আল্লাহ " দিয়ে প্রমাণিত করেছেন যে, তাঁর নাম 'আল্লাহ'।

যেমন দেখন, আল্লাহর কী কুদরত।

গাছের গোড়ায় আল্লাহ। গাছে আল্লাহ বেগুনের মাঝে আল্লাহ

তরমুজের মাঝে আল্লাহ রুকু রত গাছ গাভীর গায়ে আল্লাহ

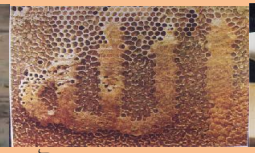

গাছের মধ্যে আল্লাহ মৌচাকে আল্লাহ ফুলের মধ্যে আল্লাহ

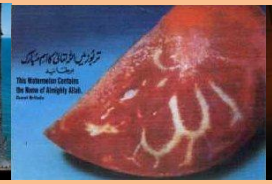

সেজদারত পাথর তরমুজের মধ্যে আল্লাহ আগুনের মধ্যে আল্লহ

মাছের মধ্যে আল্লাহ গাছের মধ্যে আল্লাহ মাছের মধ্যে আল্লাহ

মাছের মধ্যে আল্লাহ কতবেলে আল্লাহ শামুকে লেখা আল্লাহ

পাহাড়ের মধ্যে লেখা আল্লাহ টমেটোর মধ্যে আল্লাহ

পা

ভাজা ডিমে মধ্যে আল্লাহ, চামড়ার মধ্যে আল্লাহ ও মুহাম্মদ, গাছের পাতায় আল্লাহ

মৌচাকে আল্লাহ ফলের মধ্যে আল্লাহ। বিশ্ব মানচিত্রে আল্লাহ।

পাহাড়ে আল্লাহ্ ডিমের মধ্যে আল্লাহ

সমুদ্রের ডেউ-এ আল্লাহ লাউ-এর বীজে আল্লাহ রুটির মধ্যে আল্লাহ

এসব জিনিস প্রমাণ করে যে, মহান শক্তিশালী মালিকের নাম হলো আল্লাহ। এর পরও কি মানুষ বুঝেনা! আমার বুঝে আসে না এরপরও কেন মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারও পুজা-উপাসনা করে। এ ছাড়াও আল্লাহ তাঁর নামের বহিরপ্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন জীব-জন্তু নবজাত শিশু, পশু-পাখির মুখথেকে আল্লাহ শব্দ বের করে বাস্তবেই প্রমাণ করেছেন যে, সকলের স্রষ্টার নাম আল্লাহ। যেমন কাকে বলে 'আল্লাহ'। মুরগে বলে 'আল্লাহ'। ভাগে বলে 'আল্লাহ'। ইত্যাদি

Facebook, youtube, google,wcompedia নিম্নের বিষয়গুলো টাইপ করুন। দেখবেন পশু-পাখি কিভাবে "আল্লাহ" নাম উচ্চারণ করে।

1- New born baby says allah allahand die say allah

allah

2- Crow says allah seven times
3- Hen saying allah allah
4- Lion says allah allah
5- More lion says allah allah
6- Cow saying allah allah
7- Small dog says allah allah

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনারা কি কখনো শুনেছেন বা দেখেছেন? যে, কোনো প্রাকৃতিক কিছুর মাঝে লেখা আছে " ঈশ্বর বা ভগবান"? আমার মনে হয় তা কখনও দেখেন নি এবং তা া শুনেন নি। যদি পৃথিবীর কোথাও দেখা যেতো, তাহলে তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে যেত। এর দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহকে "আল্লাহ"ছাড়া অন্য কোনো শব্দে ডাকা বা অন্য কাউকে মানা, যেমন ঈশ্বর, সদাপ্রভূ, যীশুখ্রিষ্ট, ভগবান, ইত্যাদি নামে ডাকা বা মানা নেহায়েত বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। আসুন! আমরা আল্লাহকে "আল্লাহ" বলে ডাকি এবং শুধু মাত্র তাঁরই উপাসনা করি। আল্লাহকে ডাকলে ও তাকে মানলেই দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে, অন্যথায় মুক্তির কল্পনাও করা যাবে না। এই আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না।

আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা সবচেয়ে বড় গোনাহ

প্রকৃত প্রভু-আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণী কুরআনুল কারীমের ভাষ্য মতে- নেককাজ ছোট ও বড়; এই দুই প্রকারে বিভক্ত। তেমনিভাবে তাঁর নিকট পাপ এবং পাপাচারও দুই প্রকারে বিভক্ত। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, যে পাপের কারণে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে, যে পাপ কখনো ক্ষমা করবেন না, যে পাপের কারণে আমৃত্যু জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে, সেই পাপ হলো অদ্বিতীয় মহান মালিক আল্লাহর সাথে কাউকে 'শরীক করা'।

এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা, হাত জোড় করা, তাঁকে রেখে অন্য কাউকে উপাসনার যোগ্য মনে করা; জন্ম-মৃত্যুদানকারী, রিযিকদাতা, ত্রাণকর্তা ও পাপ থেকে মুক্তিদাতা মনে করা মারাত্মক গর্হিত কাজ। দেব-দেবী, চন্দ্র-সূর্য, নবী-রসুল এবং যে কোনো বস্তুকে উপাসনার উপযুক্ত মনে করা শিরক। আল্লাহ তা'আলা যা কখনোই ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া অন্য যে কোনো গোনাহ আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আমাদের বিবেকের কাছেও অংশিদারিত্ব মারাত্মক গর্হিত কাজ। অংশিদারিত্বকে আমরাও কোনোদিন মেনে নিতে পারি না। যেমন- কারো স্ত্রী ঝগড়াটে, মন্দচারিণী, অবাধ্য এবং

বেপরোয়া স্বভাবের ; স্বামী তাকে ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতে বলার পর সে বলতে থাকে, আমি শুধু তোমার, তোমারই থাকবো, তোমার দরজায় মরবো, একপলকের জন্যও তোমার ঘর থেকে বেড়িয়ে যাবো না, তাহলে স্বামী শত গোস্বার পরও তাকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। অপরদিকে কারো স্ত্রী অত্যন্ত স্বামী সোহাগা এবং অনুগত; সর্বদা সে স্বামীর চিন্তায় অস্থির। স্বামী গভীর রাতে ঘরে ফিরলে তার অপেক্ষায় বসে থাকে, খাবার গরম করে দেয়, প্রেম-ভালোবাসায় স্বামীকে ডুবিয়ে রাখে। একদিন প্রিয় স্ত্রী আদরের স্বামীকে বলে, তুমি তো আমার জীবন সঙ্গী। তোমার উপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু তোমার একার দ্বারা আমার চাহিদা মেটে না। তাই আমার অমুক পড়শীকেও আজ থেকে আমার স্বমীরূপে গ্রহণ করলাম। সামান্যতম আত্মমর্যাদাবোধ যদি সেই স্বামীর থাকে, তাহলে কখনোই সে তা সহ্য করতে পারবে না। হয়তো সে স্ত্রীকে গলাটিপে হত্যা করবে অথবা নিজে আত্মহত্যা করবে।

এটা কেন হচ্ছে? তার একমাত্র কারণ হলো, স্বামী কখনোই স্ত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত অধিকারে অন্য কাউকে অংশীদার হিসেবে দেখতে চায় না। একটি শুক্রকণা থেকে সৃষ্টি মানুষ যখন অংশীদারিত্বকে মেনে নিতে পারে না, তাহলে যে মহান প্রভু নাপাক ক্ষুদ্রকীট হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি কী করে তাঁর একক সৃষ্টিতে অংশীদারিত্ব মেনে নিবেন? তার সাথে অন্য কারো উপাসনা মেনে নিবেন? যখন দুনিয়ার সবকিছু তিনিই দিয়েছেন।

যেভাবে একজন চরিত্রহীন নারী সব পুরুষকে আশ্রয় দেয়ার ফলে নীচু বলে পরিচিতি লাভ করে, তেমনি আল্লাহর দরাবরে ঐ ব্যক্তি আরো বেশি নিকৃষ্ট, যে তাঁকে ছেড়ে অন্য কোনো জিনিসের উপাসনায় মগ্ন হয়।

প্রিয় পাঠক! ঠিক যীশু খ্রিস্টকে আল্লাহর পুত্র মনে করাও 'শিরক'। আল্লাহ তিনজন, আবার তিনে মিলে একজন, এমন ধারণা করাও শিরক। যা মহাপাপ। আসুন! আমরা এক আল্লাহর উপসনা করি এবং যীশুখ্রিস্টকে তার প্রেরিত মনে করে, নরকের ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করি।

ত্রিত্ববাদ কী?

আমাদের অনেকে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। ত্রিত্ববাদ হলো , 'পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা' এই তিনজন মিলে একজন। আবার একজনই তিনজন। এই বিশ্বাসটি হলো একটি গোলোক ধাঁধার মতো। কারণ তারা নিজেরই এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। যখন বলা হয়, বলুন তো দেখি ১+১+১=কত? একটি শিশু বাচ্চাও জানে ১+১+১=৩ হয়। আর খ্রিস্টান ভাইয়েরা বলেন ১+১+১= ১

হয়। এটা মূলত একটি অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক ধর্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ বলেন, " আর এ কথা বলো না যে, আল্লাহ্ তিনের এক, এ কথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। "

-সুরা নিসা :১৭১

আল্লাহ তাআলা হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান সকল মানুষকে কত সুন্দর আদেশ দিয়েছেন " হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাউকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জান।

-সুরা আল বাকারাহ্ :২১-২২

যীশু কাদের নবী

যীশু হলেন ইস্রায়েল বংশের লোকদের নবী। আমাদের বাংলাদেশীদের নবী নন। কারণ যীশু নিজেই বলেছেন, "আমি ইস্রায়েল বংশের নবী"। দেখুন মথি লিখিত সুসমাচারের ১৫:২৪ নং পদে লেখা আছে ''উত্তরে যীশু বললেন, আমাকে বেকল ইস্রায়েল বংশের হারানো মেষদের কাছেই পাঠানো হয়েছে।

-মথি-১৫:২৪

আবার মথি লিখিত সুসমাচারের ১০:৫ নং পদে লেখা আছে, "যীশু সেই বারোজনকে এই সব আদেশ দিয়ে পাঠালেন, "তোমরা অইহুদীদের কাছে বা শমরীয়দের কোনো গ্রামে যেয়োনা, বরং ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষদের কাছে যেয়ো। "

-মথি ১০:৫

বাইবেলের এই আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, যীশু হলেন শুধু ইস্রায়েল বংশের নবী। ইস্রায়েল ছাড়া অন্য কোনো জাতীর নবী নন। কুরআনও তাই বলে, ঈশ্বর বলেন, "স্মরণ কর যখন মারইয়াম-তয়ন ইসা (আ.) বললেন, হে বনী ইস্রায়েল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসুল আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একমন একজন রসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ।" (উল্লেখ্য হযরত মুহাম্মদ ﷺএম নাম ছিল আহমদ।) -সুরা আস-ছাফ-:৬

যুক্তির দাবীও হলো যীশু আমাদের নবী নন। যেমন আমদের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী হলেন শেখ হাসিনা। তার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খালেদা জিয়া। প্রশ্ন হলো, এখন আমরা কাকে প্রধানমন্ত্রী মানবো? অবশ্যই শেখ হাসিনাকে। কারণ তিনি হলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। তবে খালেদা জিয়াকে সম্মান করাবো। ঠিক তেমনিভাবে যীশু হলেন পূর্ববর্তী নবী। তাকে আমরা সম্মান করবো; কিন্তু মানতে হবে বর্তমান নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কারণ তিনি হলেন বর্তমান নবী।

একথা বললে আমার খ্রিস্টান ভাইয়েরা বলে থাকেন যে, মথির ২৮:১৯এর একটি শেণ্ঢাক বলে থাকেন। যে, "তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদেরকে আমার উম্মত কর। "

- মথি ২৮:১৯

কিন্তু এই উক্তিটি হযরত ঈসা (আ.) এর কথা না। সম্ভবত সেন্ট পৌলের কোনো শিষ্য এটা জুড়ে দিয়েছেন। কারণ-

ক. এত ঈসার বক্তব্য স্ববিরোধী হওয়া অনিবর্য হয়ে পড়ে। বিশেষ করে প্রথমত; বক্তব্য তাঁর জীবদ্দশায় নবুওতী কার্যক্রম পরিচালনা করার সময়ের, আর শেষ বক্তব্যটি কথিত কবর থেকে উঠে শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করার সময়ের। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন এবং ধর্ম প্রচার করেছেন তখন বলেছেন, আমি কেবল ইস্রায়েল বংশের মেষদের (লোকদের) নিকটেই প্রেরিত হয়েছি, তোমরা অ-ইহুদীদের বা শমরীয়দের কোনো গ্রামে যেওনা, বরং ইস্রায়েল বংশের লোকদের নিকটে যেও, আর মৃত্যুর পর তিনি বলবেন " তোমরা সকলকে আমার উম্মত কর" এটা বিশ্বাস-যোগ্য হতে পারে না।

খ. ঈসা (আ.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তাঁর প্রধান শিষ্য সেন্ট পিটার (পিতর) অনেক লোকের সামনে বলেছিলেন, আপনারা তো জানেন যে, একজন ইহুদীর পক্ষে একজন অ-ইহুদীর সংগে মেলামেশা করা বা তার সংগে দেখা করা আমাদের শরীয়তের বিরূদ্ধে ।

-প্রেরিত,১০:২৮

ঈসা আ. যদি সত্যিই সকলকে শিষ্য করার নির্দেশ দিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে তাঁর প্রধান শিষ্য এমন কথা বলবেন, তা কি চিন্তা করা যায়?

গ. সেন্ট পিতর নিজেও লিখেছেন,ইহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করার ভার যেমন পিতরের উপর দেওয়া হয়েছিল, তেমনই অ-ইহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করার ভার খোদা আমার উপর দিয়েছেন

-গালাতীয়.২:৭

হযরত ঈসা আ. ঐদিন বাস্ত বেই শিষ্যদেরকে সকলের নিকট খ্রিস্টধর্মের

দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশ দিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে পৌল কেন বলছে, ইহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করার ভার পিতরকে দেওয়া হয়েছিল?

ঘ.

ইঞ্জিলের ইব্রাণী নামক পত্রে আছে, প্রভু বলেন, দেখ! সময় আসিতেছে যখন আমি ইস্রায়েল ও এহুদার লোকদের জন্য একটা নতুন ব্যবস্থা স্থাপন করিব। উক্ত পত্রে একই অধ্যায়ে ১০ নং পদে বলা হয়েছে, প্রভু আরও বলেন, সেই সময়ের পরে ইস্রায়েলীয়দের জন্য আমি এই ব্যবস্থা স্থাপন করিব।

এসব থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয়টাই কেবল ইহুদীদের জন্য ছিল। সুতরাং নতুন নিয়ম নিয়ে আগমনকারী হযরত ঈসা আ.ও কেবল তাদেরই নবী ছিলেন, অন্যদের নয়।

ঙ. ঈসা যে ঐ কথা বলেননি তার আরেকটি প্রমাণ হলো, তিনি তার শিষ্যদেরকে একথাও বলেছিলেন যে, আমি তোমাদের সত্যই বলছি ইস্রায়েল দেশের সমস্ত গ্রামে তোমাদের যাওয়া শেষ হওয়ার আগেই মনুষ্যপুত্র আসবেন।

-মথি ১০:২৩

সুতরাং ইহুদীদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানো শেষ হওয়ার আগেই যেহেতু তার পুনরাগমন ঘটবে, তাই তিনি অ-ইহুদীদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশ দিবেন কোন যুক্তিতে?

চ.

তিনি যদি ঐ কথা বলে থাকেন, তবে লূক ও ইউহান্নার পক্ষে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি আদেশ উল্লেখ না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ কাদের নবী

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"হে নবী! আপনি বলে দিন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকল মানুষের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।"

-সুরা আরাফ-১৫৮

হযরত মুহাম্মদ ﷺ হলেন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইয়াহুদী, খৃষ্টান ইত্যাদি, এদের সকলেরই নবী ।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন যুগে মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করিয়ে দেওয়ার জন্য নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন। যেমন আদম (আ.)নূহ (আ.) ইব্রাহিম, ইসমাঈল, দাউদ, ইয়াকুব, মুসা, ঈসা, (আ.) সর্ব শেষ হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পবিত্র কুরআনে

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিচয় এভাবে দিয়েছেন-

বল, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে'।

সুরা কাহ্‌ফ-১১০

হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর দূত ও সর্ব শেষ নবী ।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে এরশাদ ফরমান।

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

-আহযাব ৪০

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন, মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করানোর জন্য। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন।

বিশেষ ভাবে এ যুগের নবী সায়্যেদুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম এর বিশেষ বৈশিষ্টের কথা বলতে গিয়ে কুরআন মাজিদে বলেন.

"তিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। "

-সুরা ফাতাহ:২১

একটি ভুল ধারণা

আমাদের সমাজে একটি বড় ধরণের ভুল ধারাণা বিরাজ করছে। তা হলো যীশু শুলিতে চড়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে সকলকে পাপ থেকে মুক্ত করেছেন। এই বিশ্বাসের উৎস হলো আদম আ. আল্লাহর আদেশ অমান্য করার ফলে পাপ করেছেন। এই অপরাধে দুনিয়াতে এসেছেন। আমরা যেহেতু তারই সন্তান, তারই রক্ত আমাদের গায়ে, সে হিসেবে আমরাও পাপী। আর এই পাপ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ যীশুকে পাঠিয়েছেন। তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আমাদেরকে আদিপাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এ বিশ্বাস মূলত অসত্য ও ভিত্তিহীন। এখানে কয়েকটি বিষয় আছে, যা আমাদের অজানা ফলে এই বিভ্রান্তিগুলো আমাদের মাঝে ছড়াচ্ছে। ১। আদিপাপ। ২। ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ৩। মুক্তি। প্রিয় পাঠক এ পর্যায়ে উল্লেখিত তিনটি বিষয় স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

আদিপাপ

আদিপাপের উৎস হলো আদম আ.এর পাপ। এ কথা আমাদের জানা থাকতে হবে, আদম আ. ভুল করে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা ক্ষমাও করে দিয়েছেন। আল্লাহ নিজেই এ ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

" অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে শুরু করল। আদম তাঁর পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল। এরপর তার প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন(ক্ষমা করলেন) এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। "

-সুরা তুহা :১২১-১২২

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন- " অতঃপর হযরত আদম আ. স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, তারপর আল্লাহপাক তাঁর তওবা কবুল করলেন (ক্ষমা করেদিলেন)। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। "

-সুরা-বাকারা : ৩৭

আল্লাহ যখন তাকে ক্ষমাই করে দিয়েছেন, তাহলে এখন তো তিনি নিষ্পাপ। তিনি যখন নিজেই নিষ্পাপ, তখণ তার সন্তানগণ পাপী হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এটা হলো একটি অযৌক্তিক বিশ্বাস। কারণ অন্যায় করবে একজন, আর তার শাস্তি বহন করবে অন্যজন, এটা জুলুম। দেখুন আমাদের দেশে এরশাদ শিকদারের ফঁসি হয়েছে তার নিজ কৃত অন্যায়ের কারণে। এজন্য তার স্ত্রী-সন্তানদের শাস্তি ভোগ করতে হয়নি। একথা আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "কেউ অপরের বোঝা বহন করবেনা। "

-সুরা বনী ইসরাঈল :১৫

বাইবেলও বলে, কারো অপরাধে অন্য কেউ শাস্তি ভোগ করবে না ,দেখুন

"যেপাপ করবে সে মরবে ছেলে বাবার দোষের জন্য শাস্তি পাবে না। সৎ লোক তার সততার ফল পাবে এবং দুষ্টলোক তার দুষ্টতার ফল পাবে। "

-যিহিষ্কেল ১৮:২০

সারকথা. উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমারা বুঝতে পারলাম, আদিপাপ বলতে কিছুই নেই। এসব হলো আমাদের নিজেদের বানানো মনগড়া বিশ্বাস।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহ্‌র। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। "

-সুরা নিসা :১৭০

শুধু মুহাম্মদ ﷺ-এরই আনুগত্য করতে হবে

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"আর যে কেউ আল্লাহ্‌র হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।"

-সুরা আন নিসা:৬৯

মুহাম্মদ ﷺ-কে অমান্য করার ক্ষতি

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থল।"

-সুরা আন নিসা -৪:১১৫

তাওরাতের পরিচয়

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীদের কাছে যে সমস্ত কিতাব পাঠিয়েছেন তার মধ্যে একটি হল তাওরাত শরীফ এটা মুসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানগণ এই কিতাবটির প্রতি বিশ্বাস রাখেন, তবে বর্তমানের তাওরাতের ওপর নয়। কারণ বর্তমান আমাদের সামনে যে তাওরাত তা বিকৃত, ও বানানো। যুগে যুগে ইহুদী আলেমরা তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে তাদের মনগড়া মতামত এর মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন এবং বহু অংশ বাদ দিয়েছেন। ফলে বর্তমান আমরা যে তাওরাত দেখতে পাই সেটা ঐ তাওরাত নয়, যা মুসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই এই তাওরাত মানা যাবেনা।

ইঞ্জিলের পরিচয়

ইঞ্জিল গ্রীক Evangel শব্দ থেকে উৎপন্ন, অর্থ সুসমাচার। ইংরেজিতে বলা হয় গসপেল। যীশুর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ, অনুশাসন ও সুসংবাদসমুহের সমষ্টিকে তথা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্বন্ধে এবং অনাগত বিষয়ে যীশুখ্রিস্ট যেসব সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেইসব ভবিষ্যদ্বাণীর সমষ্টিকে ইঞ্জিল বলে।

এই কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছিল হযরত ঈসা আ.(যীশু)র ওপর। (পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসুল।) মুসলমানগণ এই কিতাবটির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। তবে ঐ কিতাবের ওপর যা ইসা আ. এর উপর হিব্রু ভাষায় অবতীর্ণ হয়ে ছিল। বর্তমানে আমরা যেই ইঞ্জিল দেখি সেটা পরিবর্তনকৃত। অধিকাংশই মানবরচিত যেমন পৌল বিভিন্ন গোত্রের কাছে পত্র লিখেছেন আর সেই চিঠি গুলো ইঞ্জিলে স্থান পেয়েছে। আর মানব রচিত কোনো চিঠি কখনো আল্লাহর কালাম হতে পারে না। সুতরাং এই কিতাবটিকে আল্লাহর কালাম হিসেবে বিশ্বাস করা বিপদের কারণ।

বাইবেলের পরিচয়

বর্তমান সভ্য জগতের সাল গণনার প্রথম শতকে এবং আরও বহু বছর পরেও বাইবেল শব্দটি কারও জানা ছিল না এবং কোনো পুস্তককেই বাইবেল বলা হতো না। তবে, চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে কনসষ্টানটিনোপলের জনৈক গোষ্ঠীপতি জন ক্রাইসোটর ইহুদীদের দ্বারা সংগৃহীত পুঁথিগুলোকে 'বিবলিয়'অর্থাৎ 'বুকস'বলে উল্লেখ করতেন। বাইবেলের দু'টি অংশ। প্রথম অংশকে বলা হয় 'পুরাতন নিয়ম ' দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় 'নতুন নিয়ম'-এ যীশুর পরবর্তী কালে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক যীশুর জীবনী, উপদেশাবলী। এসব মানব রচিত।

আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বাইবেল নামে কোনো নবীর উপর কোনো ঐশী গ্রন্থ পাঠান নি। অতঃএব বাইবেল আল্লাহ প্রদত্ত কালাম নয়। মুসলমানদের জন্য এই বাইবেলকে লেখা হয়েছে কিতাবুল মুকাদ্দাস নামে।

এই তাওরাত ও ইঞ্জিল ও পূর্ববর্তী কিছু কিতাবের সমষ্টি হলো বাইবেল। এর

অপর নাম কিতাবুল মুকাদ্দাস। বর্তমান বিশ্বের খ্রিস্টান ভাইয়েরা এই বইটি মেনে থাকেন এবং তাদের ধর্মীয় বই হিসাবে মনে করেন। পক্ষান্তরে এই কিতাবটি নির্ভুল নয়। কারণ মানুষ লিখিত অনেক লেখা ও চিঠি স্থান পেয়েছে।

তাওরাত ও ইঞ্জিল সম্পর্কে কুরআন কী বলে?

তাওরাত ও ইঞ্জিল এর ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য হলো তা এমন একটি পুস্তক যা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে। সুরা বাকারায় আল্লাহ তাআলা বলেন.

'' সুতরাং ধ্বংস সেই সকল লোকের যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে,অতঃপর বলে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তার মাধ্যমে সামান্য কিছু আয়-রোজগার করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করছে সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস, এবং তারা যা উপার্জন করছে সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস।"

-সুরা বাকারা : ৭৯

অর্থ: "অথচ তাদের মধ্যে একটি দল এমন ছিলো, যারা আল্লাহর কালাম শুনতো, অতঃপর তা ভালভাবে বোঝার পরও জেনে-শুনে তাতে বিকৃতি ঘটাতো।"

-সুরা বাকারা :৭৫

অন্যত্র তিনি বলেন-

অর্থ: "তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দাবলির স্থান স্থির হয়ে যাওয়ার পরও তাতে বিকৃতি সাধন করে।"

- সুরা আল মায়েদা-৪১

অর্থ:" তারা কথাসমূহকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেয়। "

- সুরা আল মায়েদা-১৩

বর্তমান বাইবেলেও এমন অনেক বিকৃতি ও স্ব-বিরোধ আছে যা বর্ণনা করলে পৃথক বই রচনা হয়ে যাবে। পুস্তকটির কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে উল্লেখ করা হলো না।

তাওরাত ও ইঞ্জিল সম্পর্কে যুক্তি কী বলে?

যুক্তির কষ্টিপাথরে মাপলেও একথা বলবে যে, বর্তমান বাইবেল বা ইঞ্জিল আল্লাহর কালাম নয়। যেমন দেখুন,

১। বর্তমান ইঞ্জিলের ২৭ টি পুস্তিকার মধ্যে ১৪টিই পৌলের স্বহস্তে লিখিত পত্র। মূল ইঞ্জিল হল যা যীশু আ.- এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে কিছু যীশু আ. কে আসমানে তুলে নেয়ার বহুপরের একজন ব্যক্তি বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে চিঠি লিখেছেন সেই পত্রগুলো আবার কিভাবে আল্লাহর কালাম হয়? একটু চিন্তা করুন।

২। পৌল নিজেই বলেছেন যে, তিনি ইঞ্জিলের লেখক। দেখুন (তিমথিয় ২:৮দ্রষ্টব্য)। যদি ইঞ্জিল পৌলের লেখা হয় তাহলে সেটা আল্লাহর কালাম হলো কিভাবে?

৩। যীশুকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার বহু বছর পর একজন ইহুদী ব্যক্তি পৌল, তিনি বিভিন্ন স্থানে চিঠি লিখেছেন সেই চিঠিগুলি বাইবেলে স্থান পেয়েছে। যদি আল্লাহর কালাম হতো তাহলে পরবর্তি একজন ব্যক্তির কথা সেই কিতাবে আসে কিভাবে?

৪। মূল যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়ে ছিল। সে ভাষা ছিল হিব্রু। কিন্তু এখন হিব্রু ভাষার কোনো বাইবেল কোথাও নেই।

৫। বাইবেলে স্ব-বিরোধ আলোচনার অভাব নেই।

৬। এক বাইবেল অন্য বাইবেলের সাথে মিলে না। এগুলো আল্লাহর কালাম হতে পারে না।

(বিস্তারিত দেখুন, রহমতুল্লাহ কেরানবী রহ. কর্তৃক লিখিত 'ইজহারুল হক,' শেখ মোঃ আব্দুল হাই লিখিত 'সত্যের সন্ধানে,' মাওলানা আব্দুল মতিন কর্তৃক রচিত 'বাইবেল বিকৃতি তথ্য ও প্রমাণ,' ও যুবায়ের আহমদ কর্তৃক রচিত 'মুক্তি কোন পথে'।)

কুরআনের পরিচয়

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ সংবিধান। যেমন কোনো কম্পানী কোনো বস্তু তৈরী করে সে বস্তুটি পরিচালনার জন্য একটি ক্যাটালগ দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তারা যেন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং তারা যেন তার নিজ স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার না বানায় বা অন্য কারো যেন উপাসনা না করে। তাই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে তাঁর আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সংবিধান গ্রন্থ পাঠিয়েছেন। যেমন মুসা (আ:) এর প্রতি তাওরাত ও ঈসা (আ:)এর ওপর ইঞ্জিল এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ সংবিধান গ্রন্থ পবিত্র কুরআনুল কারীম পাঠিয়েছেন।

কুরআন শরীফ কাদের জন্য

আমাদের সমাজে একটি ভুল বোঝা-বুঝি আছে; তা হলো আমরা মনে করি যে, এই কুরআন মাজীদ শুধু মুসলমানদের জন্য। বরং কুরআনে হাকীমে; কোথাও নেই যে, এই কুরআনুল কারীম শুধু মুসলমানদের জন্য। বরং কুরআন কারীম হলো সকল মানুষের জন্য। চাই সেই মানুষটি হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ যে কোনো মানুষ হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমে বলেন:

"রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।"

-সুরা আল বাকারাহ্:১৮৫

যেভাবে কুরআন কারীম অবতীর্ণ হলো

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার নিকটবর্তী একটি পাহাড় যাকে জাবালে নূর বলা হয় সেখানে তিনি প্রত্যহ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য ধ্যান মগ্ন থাকতেন। একদিন আল্লাহ তাআলা তাঁর মনোনীত ফেরেশতা জিব্রাঈল আ:-কে বার্তা দিয়ে পাঠালেন এবং বললেন "পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাকে।"(সুরা আলাক-১) এর পর প্রায় সময় আল্লাহর পক্ষ হতে সেই ফেরেশতা রসূল ﷺ-র কাছে আসতেন

এবং আল্লাহর বার্তা পৌঁছাতেন। আর সেই বার্তাগুলোই হল পবিত্র কুরআন, যার মধ্যে রয়েছে সকল মানুষের সকল সমস্যার সমাধান। যেমন আল্লাহ সকলের, আল্লাহর বার্তাও সকল মানুষের। আমাদের উচিৎ পবিত্র কুরআন পড়া এবং তা জানা।

নিঃসন্দেহে কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে

এই কুরআন ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকের শুরুতে বলেছেন।

"এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই।"

-সুরা আল বাকারা :০২

কুরআনের ব্যপারে আল্লাহর ওপেন চ্যালেঞ্জঃ

যারা কুরআন মানে না। বরং সন্দেহ পোষণ করে, তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা ওপেন চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করছেন।

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সুরা রচনা করে নিয়ে এসো। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও-এক আল্লাহ্কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার -অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসিদের জন্য।"

-সুরা আল বাকারা :২৩

কুরআনকে মানতে হবে কেন?

কুরআনকে এই জন্যই মানতে হবে। কেননা কুরআন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সর্বশেষ বার্তা ও সংবিধান। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝে আসবে। যেমন,

আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংবিধানের চর্চা হয়েছে। যেমন বৃটিশে আমলের সংবিধান, পাকিস্তান আমলের সংবিধান, এখন বাংলাদেশের সংবিধান। এখন বলুন! আপনি কোন সংবিধান মানবেন? অবশ্যই উত্তর দিবেন, বাংলাদেশের সংবিধান মানতে হবে। কারণ এটা বর্তমান ও সর্বশেষ সংবিধান। এই সংবিধান না মানলে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা হবে, আর ফলাফল হবে ফাঁসি।

ঠিক, তাওরাত, ইঞ্জিল হলো পূর্বের আসমানি কিতাব। বর্তমান আসামানী কিতাব হলো 'আল কুরআন'। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ সংবিধান। এটাই সকলকে মানতে হবে। না মানলে ফলাফল হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী শাস্তি নরক ও জাহান্নাম। যার শুরু আছে শেষ নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন পড়ার, বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন।

আখেরাত

আখেরাত বলা হয় পরকাল বা মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে। প্রতিটি জীবকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। এরশাদ হচ্ছে-

"প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃর্ত্যু, আর তোমরা কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে,দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। "

-সুরা আল ইমরান :১৮৫

আমরা এক সময় ছিলাম না আল্লাহ তাআলা মায়ের মাধ্যমে দুনিয়াতে এনেছেন। এখন আছি, সামনে থাকব না, কারণ এ দুনিয়া থাকার স্থান নয়। আমাদের পূর্ব পুরুষ কেউ দুনিয়াতে চিরস্থায়ী ভাবে থাকতে পারেন নি, সামনেও কেউ থাকতে পারবেও না।

এখন প্রশ্ন হল কোথায় যেতে হবে? উত্তর হবে, যার কাছ থেকে এসেছি তাঁর কাছেই যেতে হবে। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য দু'টি স্থান নির্দিষ্ট করেছেন। একটি 'স্বর্গ' অপরটি হলো 'নরক'। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করবে, মানবে অর্থাৎ মুসলমান হবে, তাদের জন্য রয়েছে স্বর্গ। যারা মুসলমান হবে না তারা চিরস্থায়ী ভাবে নরকের আগুনে জ্বলবে। কারণ সে তার মালিককে মানে নি, তাঁর অবাধ্যতা করেছে। যেমন দুনিয়াতে যদি কেহ রাষ্ট্রদ্রোহী হয়, তার শাস্তি হলো তাকে ফাঁসিকাষ্টে ঝুলিয়ে চিরদিনের জন্য হত্যা করে দেয়া। যে ব্যক্তি তার মালিকের যমিনে চলাফেরা করে তাঁর দেয়া বাতাস দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করে। তারই অনুগ্রহে বেঁচে আছে। এর পরও তাঁর হুকুম অমান্য করে তাহলে মৃত্যুর পর তাকে চিরকাল থাকতে হবে নরকে। যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না তাদের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন।

পরকালের উপর বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।"

-সুরা বাকারা-০৪

আসুন! আমরা এক আল্লাহকে মানি এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করি এবং তাঁর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে সর্বশেষ নবী হিসাবে পূর্ণ বিশ্বাস করি এবং তাঁর আনীত সকল হুকুমের উপর আমল করি। আর আখেরাত তথা মৃত্যুর পর পুনরায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি। একেই ইসলাম বলে আর এই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এ ছাড়া তাঁর নিকট অন্য কোনো ধর্ম গৃহীত নয় ।

পরকালকে অস্বীকারকারীর শাস্তি

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"আল্লাহ্,তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও কেয়ামত দিবসকে কেউ অবিশ্বাস করলে সে তো সুদূর বিভ্রান্তিতে নিপতিত হল।"

-সুরা নিসা :১৩৬

ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ও গ্রহণযোগ্য ধর্ম

আল্লাহ তাআলা বলেন

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।"

-সুরা আল ইমরান :১৯

"যে ব্যাক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণ কালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"

-সুরা আল-ইমরান :৮৫

প্রিয় পাঠক! আমি আপনাকে এই ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান। যদি আপনি মুসলমান হোন, তাহলে চিরস্থায়ী (জান্নাত) স্বর্গ পেয়ে যাবেন। অন্যথায় ভোগ করতে হবে জাহান্নামের (নরকের) ভায়াবহ শাস্তি। যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম কামনা করবে তার থেকে তা কখনই কবুল হবে না।

মুসলমান হওয়ার লাভ

ইসলাম গ্রহণ করার সবচাইতে বড় লাভ হল তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেমন মুহাম্মদ ﷺ বলেন

" ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে বে-গুনাহ শিশুর মতো নিস্পাপ হয়ে যাবে।" আরো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে চির শান্তির স্থান জান্নাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

''শোন! যে-কেউ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় এর ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোনো ভয় নেই তারা দুঃখিতও হবে না।"

- সুরা বাকারা-১১২

"নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী।"

-সূরা হজ্জ :২৩

ভাইয়া! আপনি যদি মুসলমান না হন তাহলে আপনাকে চিরকালের জন্য নরকের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে ও জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বালানো হবে।

ইসলাম গ্রহণ না করার ক্ষতি

আল্লাহ তাআলা বলেন:

১৯।"এই দুই বাদী-বিবাদী, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে।" ২০। "ফলে তাদের পেটে যা "আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে।" ২১। "তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি।" ২২।"তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে: দহনশক্তি আস্বাদন কর।"

-সুরা হজ্জ :১৯-২২

অধমের আকুল আবেদন

আমার প্রিয় ভাই ও বোন! আমি মন থেকে আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি, আপনি মুসলমান হয়ে চিরস্থায়ী নরকের আগুন থেকে বেঁচে যান। ভাইয়া! আমি চাই না, আপনি কঠিন আগুনে চিরদিন জ্বলুন। দেখুন! আপনি যদি মুসলমান হোন, তাহলে আমার কোনো লাভ নেই। আপনি আমাকে একটি টাকাও দিবেন না। শুধু আপনার ভালোবাসার কারণেই আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি। আপনার ভাইয়ের দাওয়াতটি গ্রহণ করে তার অন্তরকে সান্ত্বনা দিন।

সত্যি বলছি, ভাইয়া! আপনাদের জন্য আমার মনটা খুব কাঁদছে যাতে নরক থেকে মুক্তি পেয়ে চিরস্থায়ী স্বর্গের বাসিন্দা হয়ে যান। ভাইয়া! শেষ বারের মতো আহ্বান করছি, আপনি মুসলমান হয়ে যান, মুসলমান হয়ে যান, মুসলমান হয়ে যান। না হয় কম পক্ষে আপনার এক মালিককে বলুন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সত্য পথ দেখান এবং দেখার সাথে সাথে তা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আর সকাল সন্ধ্যা বলুন "ইয়া হাদী, ইয়া রাহীম " সকালে ১০০বার, বিকালে ১০০বার। অনেক বড় বড় বিপদ থেকে মুক্তি পাবেন। সর্বশেষ দুআ করি- হে আল্লাহ ! আমাদের প্রত্যেকটি ভাই-বোনকে ইসলামের সঠিক পথ দান করুন।! আমিন। হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদেরকে আপনার সাথে জুড়িয়ে নিন। আপনার বান্দাকে নরকের কঠিন আগুনে নিক্ষেপ করিয়েন না। হে আল্লাহ! এই পুস্তিকাটি কোটি মানুষের হেদায়াতের মাধ্যম বনিয়ে দিন। আমীন।

বড়দিন

যীশুর জন্ম তারিখ

২৫শে ডিসেম্বর তারিখটি শুধু খ্রিস্টান বিশ্বেই নয়, পৃথিবীর যে কোনো দেশের, যে কোনো ধর্মমতে মানুষের কাছেই যীশু খ্রিস্টের জন্মদিনের বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে আছে। কিন্তু সত্যসন্ধানী ঐতিহাসিক কিংবা গবেষকদের মধ্যে অথবা বাইবেলের নতুন নিয়মের ইতিহাসে এর কোনো সমর্থন নেই।

বড় দিনের ইতিহাস সম্বন্ধে merit students encyclopaedia (vol.4,p477-478)বলে:

"খ্রিস্টান ধর্মের প্রথম দিকে সাধুসন্ত, সহীন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য তাদের জন্মবার্ষিকীর পরিবর্তে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার একটি প্রথা চালু ছিল। জন্মতিথি প্রতিপালন ছিল নীচুজাতের প্রথা। তাই প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টান ধর্মবেত্তারা এর প্রতি চরম বিরোধিতা পোষণ করতেন। কিন্তু এরূপ বিরোধিতা সত্বেও ২০০খ্রিস্টাব্দের দিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অনেকেই খ্রিস্টের জন্মদিন উদযাপন করতে শুরু করে।

যেহেতু যীশুর জন্মের কোনো নির্দিষ্ট তারিখ জানা নেই এবং ২০০খ্রিস্টাব্দেও জানা ছিল না, তাই বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে যীশুর জন্ম উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করতো। ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে পোপ প্রথম জুলিয়াস ঘোষণা করলেন যে, যীশুর জন্মের আসল তারিখ হলো ২৫শে ডিসেম্বর। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ নাগাদ পশ্চিমের প্রায় সব সম্প্রদায়ই দিনটিকে স্বীকার করে নেয়। পূর্বদেশে জেরুজালেম এবং আর্মেনিয়ার খ্রিস্টান সম্প্রদায় তবুও যীশুর জন্মদিন হিসেবে ৬ জানুয়ারীকে উদযাপনের প্রথা চালু রাখে। বস্তুত ৬ই জানুয়ারী যীশুর অভিসিঞ্চন তিথি। আর্মেনীয় সম্প্রদায়ের কাছে আজও ঐ দিনটিই হল বড় দিন। পূর্ব দেশীয় আরও কিছু সম্প্রদায়ের মাঝে ৬ জানুয়ারী উদযাপনের প্রথা চালু আছে।

খ্রিস্টধর্মের উদ্ভবের বহু পূর্বেও ২৫শে ডিসেম্বর একটি বিশেষ ছুটির দিন ছিল। রোমানরা একে অজেয় সূর্যের জন্মদিন বলে জানতো। এই দিনে তারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দিনের আলোর জন্য ধন্যবাদ জানাত এবাং একে সূর্যের পূনর্জন্ম বলে চিহ্নিত করত। অজেয় সূর্যের জন্মদিনের এই উৎসবটি রোমানদের শীতকালীন মহান উৎসব স্যাটারনালিয়ার অন্তর্ভূক্ত ছিল। এটি ছিল আদি খ্রিস্টানদের প্রধান শত্রু-মিত্ররা ধর্মের অনুসারীদের বিশিষ্ট ভোজন উৎসবের দিন।

গোড়ার দিকের খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ২৫শে ডিসেম্বরকে সম্ভাব্য দিন বলে গ্রহণ করে এই জন্য যে, এতে খ্রিস্টানদের উৎসবকে বর্বরদের উৎসবের স্থলাভিষিক্ত করা যাবে এবং নীচুজাতের বিধর্মীদের দেবতাদের স্থলে পূজোর ধারাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন না করেও যীশুকে স্থাপন করা যাবে।

আধুনিক ইউরোপে টিউটোনিক গোত্রের লোকেরাও ডিসেম্বরের শেষে শীতের উৎসব পালন করে। পরবর্তীতে ঐ গোত্র খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে তাদের অনেকগুলো আচার-পদ্ধতি খ্রিস্টানদের উৎসববের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।"

Merit students Encyclopaedia এর মত the Macmillan family Encyclopaedia (vol.4,p415) খ্রিস্টমাস সম্বন্ধে বলেন:

"যীশুর জন্মবৃত্তান্তের প্রতি আস্থাবান থাকা সত্বেও চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা এই ঘটনাকে উৎসবের মাধ্যমে উদযাপন করতো না। সম্রাট আরেলিনের আমলে ২৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে নীচুজাতের লোকদের শীতকালীন অয়নান্ত উৎসবের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানের জন্য ঐ দিনটিকে নির্ধারিত করা হয়। রোমানরা 'অজেয় সূর্যের দিন' হিসাবে ২৫শে ডিসেম্বরকে উদযাপন করতো এবং ভোজের আয়োজন করতো পূর্বদেশীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মাঝে ৬ই জানুয়ারী দিনটিকে অয়নান্ত দিন হিসেবে ধরা হতো এবং উৎসবের জন্য প্রাথমিকভাবে ভাল মনে করা হতো। যাহোক, কালক্রমে পশ্চিমারা পূর্বদেশীয়দের ঐ দিনটিকে 'প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানীদের আগমনের দিন' হিসেবে ধরে নেয় এবং ভোজের আয়োজন করে উদযাপন করে আর পূবদেশীয়রা পশ্চিমাদের বড়দিনকে উদযাপন করতে শুরু করে। এভাবে পশ্চিমারা বড়দিনের উৎসবকে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে ২৫শে ডিসেম্বর (যীশুর জন্ম এবং মেষপালকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন) এবং ৬ই জানুয়ারী (প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানীদের প্রতি সম্মান উদযাপন করে।

মধ্যযুগে এসে ইউরোপে শীতকালীন অয়নান্ত উৎসব খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উৎসবগুলোর মাঝে চিরস্থায়ী আসন লাভ করে। ইংল্যান্ড এবং নিউ ইংল্যান্ডের পিউরিটানরা বড়দিন উদযাপন প্রথার বিলোপ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা গণসমর্থন না পাওয়ায় বড়দিনের উৎসব টিকে যায়, আর শিল্প-বিপণ্ডবের সময় থেকে এর ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ঘটে। এর ফলে বড় দিনের উৎসবটি সত্যিকার বড়দিন থেকে পিছিয়ে নিয়ে যায়। চিরাচরিত খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জী অনুসারে খ্রিস্টের আবির্ভাব-পূর্ব বড় দিন আসলে বার দিন ধরে (২৫শে ডিসেম্বর থেকে ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত) উৎসব পালনের পথ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে।"

যীশুর জন্ম সম্বন্ধে বাইবেলের নতুন নিয়েমে (লুক লিখিত সুসমাচারে) বর্ণিত হয়েছে যে "যীশু যেদিন ভুমিষ্ঠ হন, সেদিন ঐ অঞ্চলে (বেৎলেহেমে)মেষ পালকেরা মাঠে অবস্থান করছিল এবং নিজ-নিজ মেষপাল পাহারা দিচ্ছিল" (২:৮)। কিন্তু বেৎলেহেম নগর যে রাজ্যের অন্তর্গত সেই শুষ্ক মরুময় জুডিয়া রাজ্যে ডিসেম্বর মাসের প্রচণ্ড শীতের রাতে রাখালদের পক্ষে মেষপালা পাহারা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ তখন তাপমাত্রা এত নীচে নেমে যায় যে বরফ না পড়ে পারে না। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে ঐ অঞ্চলে গরমের মৌসুমেই রাতের বেলায় মেষ চরানো হয়ে থাকে। কারণ, দিনের বেলায় প্রচণ্ড রৌদ্র উত্তপ্ত মরুভূমিতে মেষ চরানো কখনও সম্ভব নয়।

উপরোল্লেখিত লুকের বর্ণনার উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিশপ বার্ণস তার Rise of Christianity' পুস্তকের ৭৯ পৃষ্ঠায় বলেন:...অর্থ, "এমন কোনো সূত্র নেই যার মাধ্যমে ২৫শে ডিসেম্বরকে যীশুর আসল জন্মদিন বলে বিশ্বাস করা যায়। যদি আমরা লূক বর্ণিত জন্ম বৃত্তান্তের প্রতি কোনোরূপ বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সেই সূত্রে রাতের বেলায় বেৎলেহেমের নিকট মাঠে মেষপালকদের মেষচারণের কথাকে বিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই শীতকালে যীশুর জন্ম হয় নি, কারণ পার্বত্য এলাকা জুডিয়ায় রাতের বেলায় তাপমাত্রা এত নিচে নেমে যায় যে, তখন বরফ না পড়ে পারে না। এখানে বিশপ বার্ণস লূকের বর্ণনানুসারে যীশুর জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর তথা শীতকালে হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ

লুকের বর্ণনায় আছে যে, যীশুর জন্মকালে মেষপালকেরা রাতের বেলায় তাদের মেষপাল চরাচ্ছিল। কিন্তু জেরুজালেমের পার্বত্য অঞ্চলে শীতকালে রাতের বেলায় এমন শীত নামে যে তখন বরফ পড়ে থাকে এবং বরফ পড়া ওই শীতের রাতে রাখালদের পক্ষে মেষ চরানো কোনোমতেই সম্ভব নয়। এই অভিমত শুধু সাধারণ মানুষদের দ্বারাই নয়, বিশ্বাবিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটেনিকা এবং চেম্বারস এসাইক্লোপিডিয়া'র খ্রিস্টমাস শীষক প্রবন্ধ লেখকদের দ্বারাও সমর্থিত।

যীশুর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে ব্রিটেনিকা বিশ্বকোষ বলে. ... অর্থ, খ্রিস্টের জন্মদিন ও বছর সন্তোষজনকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি; কিন্তু গীর্জাধিকাররা ৩৪০ খ্রিস্টাব্দে যখন এই ঘটনার স্মৃতি-তর্পন উদযাপনের স্থির করলেন তখন তারা অতি বিজ্ঞানোচিতভাবে মকরক্রান্তিতে সূর্যের অবস্থান দিনকে নির্ধারণ করে ছিলেন যে, দিনটি তাদের অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ আনন্দোৎসবের দিন হিসেবে জনসাধারণের মাধ্যে পুর্বাহ্নে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। মানব প্রণীত পঞ্জিকার পরিবর্তনের কারণে নক্ষত্র থেকে সূর্যের দূরতম স্থানে অপস্থঅনকালে এবং খ্রিস্টমাসের মধ্যে অল্প কদিনের তফাত হয়।
(Encyclopaedia 15th edition,vol.5.p.p-642&642A)

চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া বলে, ...অর্থ. দ্বিতীয় স্থানে মকর-ক্রান্তি সূর্যেও জন্মদিন হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল এবং রোমে ২৪শে ডিসেম্বর সূর্যদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে পৌত্তলিক উৎসব পালিত হয়। (খ্রিস্টান) চার্চ এই জনপ্রিয় প্রচলিত আনন্দোৎসবকে বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে এক আধ্যাত্মিকতার অভিষেক দিয়ে ন্যায়পরায়ণ সূর্যদেবের উৎসব হিসেবে পালন করতে শুরু করে।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে বড় দিন সংখ্যা 'নবযুগ' পত্রিকায় ঢাকার বিশপ জমস লিখেন, চতুর্থ শতাব্দীর আগে ২৫শে ডিসেম্বর প্রভুর জন্মদিন বলে উল্লেখিত হয়নি। ... তবে ২৫শে ডিসেম্বার কেন ধার্য করা হলো তা আমরা কেবল অনুমান করতে পারি। আমাদের পূর্বের তারিখগুলো আসল তারিখ নয় পুনরুত্থান দিন নিস্তার পর্বের তারিখের সাতে মিলে না।"

(যীশু খ্রিস্টের অজানা জীবন-৩৫-৩৮)

মোটকথা কোনোভাবেই প্রমাণ করা যায় না যে ২৫শে ডিসেম্বর যীশু জন্ম দিন। আসুন আমরা জন্ম দিন ছেড়ে যীশুর শিক্ষার উপর আমল করি।

সমাপ্ত